মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৪৬ | বর্ষঃ চতুর্থ | অক্টোবর ২০০৮

নাটোরের শ্রীরামপুর হতে ২ কেজি ৫০ গ্রাম হেরোইন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী উপ–অঞ্চলাধীন নাটোর সার্কেল পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব খান এবং সংগীয় স্টাফসহ গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখ সকাল ৮.০৫ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের নাটোর জেলার শ্রীরামপুর এলাকায় অভিযান চালান। সেসময় চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকা অভিমুখী চলন্ত প্রাইভেটকার (যাহার নং ঢাকা মেট্রো-গ-১৭-৫৭৬৬) থামিয়ে উক্ত কারের ডান পার্শ্বের পাল্লায় লুকায়িত ১৪ (চৌদ্দ)টি পলিথিনের প্যাকেটে সংরক্ষিত সর্বমোট ২ কেজি ৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে এবং গাড়ীতে উপবিষ্ট ২ (দুই) জন চোরাচালানীকে হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতারকৃত (১) জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন(৩০), পিতা- মোঃ আবুল কালাম, গ্রাম-মহিশাল বাড়ী, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা- রাজশাহী, (২) মোঃ মতিয়ার রহমান (২৫) পিতা- হাজিকুল আলম, গ্রাম- গড়ের মাঠ, থানা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী এর বিরুদ্ধে স্থানীয় বড়াইগ্রাম থানায় মামলা করা হয়েছে। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

ঢাকায় ট্রেন থেকে গাঁজা ও সিদ্দিক বাজার হতে ফেন্সিডিল উদ্ধার

গত ৭ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ–অঞ্চলের একটি বিশেষ রেইডিং টিম গুলশান সার্কেল পরিদর্শক জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন ভূঁইয়া এবং ডেমরা সার্কেল পরিদর্শক জনাব মোঃ মাজিদুল হক এর নেতৃত্বে ভোর ৫.০০ টায় এবং ৬.৪৫ টায় চট্টগ্রাম থেকে আগত তূর্ণা নিশীতা এবং মহানগর গোধূলী নামীয় পৃথক দু'টি ট্রেনে ঢাকা জি আর পি থানাধীন বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করে মোট ২৫ (পঁচিশ) কেজি গাঁজা উদ্ধারসহ ২ (দুই) জন আন্তঃজেলা মাদক ব্যবসায়ী যথাক্রমে মোঃ মাসুম মিয়া (১৮), পিতা- রফিক মিয়া, সাং-আহমেদাবাদ, থানা-আখাউড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং আবু কাওছার (২১), পিতা- আব্দুল হান্নান, সাং- দক্ষিণ চান্দনা, থানা-ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লাকে হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয় সীমান্তবর্তী থানা আখাউড়া থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ গাঁজার চালান ট্রেন, বাস-ট্রাকসহ বিভিন্ন ধরণের যানবাহনের সাহায্যে ঢাকায় এনে বিভিন্ন স্পটে সরবরাহ করত মর্মে তাদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে। এ বিষয়ে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে গুলশান সার্কেল পরিদর্শক জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন ভূঁইয়া এবং গুলশান সার্কেল উপ-পরিদর্শক জনাব নাজমুল হোসেন বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ঢাকা জি আর পি থানায় পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করেন। মামলা দু'টি তদন্তাধীন আছে। অন্যদিকে গত ১২ অক্টোবর ২০০৮ তারিখ সকাল ৮.৩০ টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের ধানমন্ডি সার্কেল পারিদর্শক জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম ও উত্তরা সার্কেল পরিদর্শক জনাব মোঃ ওসমান কবির এর নেতৃত্বে একটি রেইডিং টিম কর্তৃক কোতয়ালী থানাধীন ৪ তলা বিশিষ্ট হোটেল আফরিন (আবাসিক), ১১ নং সিদ্দিক বাজার নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা এর ০৯ নং কক্ষ তল্লাশী করে ৬৫(পঁয়ষট্টি) বোতল ফেন্সিডিল ও ১২ নং কক্ষ তল্লাশী করে ৪৪ (চুয়াল্লিশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ২(দুই) জন আন্তঃজেলা মাদক ব্যবসায়ী (১) মোঃ আলমগীর(২৬), পিতা- মোঃ আঃ মান্নান, সাং-সংগাইল, থানা-আখাউড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং (২) সাইফুল ইসলাম (২৪), পিতা-মৃত এম এ রশিদ, সাং-মির্জাপুর, থানা- পাকুন্দিয়া, জেলা-কিশোরগঞ্জকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। উভয় মাদক ব্যবসায়ীই দীর্ঘদিন যাবৎ সীমান্তবর্তী এলাকা আখাউড়া থেকে ফেন্সিডিল এনে ঢাকা শহরের বিভিন্ন মাদক স্পটে সরবরাহ করছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়। উক্ত ঘটনায় ধানমন্ডি সার্কেল পরিদর্শক জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম এবং উত্তরা সার্কেল পরিদর্শক জনাব মোঃ ওসমান কবির বাদী হয়ে কোতয়ালী থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দু'টি তদন্তাধীন রয়েছে।

"Do drugs control YOUR LIFE? Your Life. Your community. No place for drugs."
(মাদক কি আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে? আপনার জীবন ও সমাজে মাদকের কোন স্থান নেই।)

সম্পাদকের কথা

মাদকবিরোধী গণসচেতনতা কার্যক্রমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বর্তমান বিশ্বে মানব জাতি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার জনিত মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। মাদকাসক্তি শুধু আসক্ত ব্যক্তির জীবনকে পঙ্গু করে দেয় না, তার পরিবার তথা গোটা সমাজই হয়ে পড়ে ব্যাধিগ্রস্ত। কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করে এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, পাশাপাশি প্রতিরোধ কার্যক্রম হিসেবে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করে নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা অপরিহার্য। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চারটি অধিশাখা রয়েছে। এর একটি হলো নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা। এ অধিশাখা হতে সাধারণ জনগণকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য মাদকবিরোধী পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, ব্রশিউর, বুলেটিন ও স্যুভেনীর প্রকাশ ও বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া দেশব্যাপী ২৫ টি উপ-অঞ্চল ও ১০৮ টি সার্কেলের মাধ্যমে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা, সেমিনার, মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এ কর্মকান্ডকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি মাদকবিরোধী প্রচারণা কমিটি কাজ শুরু করেছে। এ কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম বিশেষ করে পোস্টার, স্টিকার এবং স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন করে আর কেউ যেন মাদকাসক্ত না হয় সে বিষয়ে গণজাগরণ গড়ে তোলা আমাদের নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। তবে এ কাজ শুধু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তথা সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। একাজকে দ্রুত এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত হতে হবে। সকলের মাঝে মাদকবিরোধী চেতনা সঞ্চারিত হোক এটাই একান্ত কাম্য।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

সেপ্টেম্বর/০৮ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ২১৭ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সেপ্টেম্বর/০৮ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	১৭	৮১	৯৮	৪৫	৫৩
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৩	৫	৮	৮	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	১	১	১	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	২	২৬	২৮	১৬	১২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১৮	৫	২৩	৩	২০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	২৫	৩৪	৫৯	২৩	৩৬
মোট	৬৫	১৫২	২১৭	৯৬	১২১

সকল মাদকাসক্ত অভিভাবকদের উচিত তাঁদের মাদকাসক্ত সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ চিকিৎসায় মুক্তি এবং চিকিৎসা লাভ করা মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার।

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার কর্তৃক সেপ্টেম্বর/০৮ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নিগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৭০৬	৭০৬	-	৭০৬	-
পুলিশ	১০৫৭	১০৫২	৪	১০৫৬	১
বিডিআর	১৪	১	১৩	১৪	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৭৭৭	১৭৫৯	১৭	১৭৭৬	১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক সেপ্টেম্বর/০৮ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১১৬	১১৫
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৫৩	৬৭
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৯	৩১
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	২০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	১১
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৭	৭
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪২	৪৯
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৯	১০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৬	৩৯
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১২	১৪
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৯	৩৬
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৬	৫
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	২	-
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৮	৪১
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৩	৫১
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৫	১৭
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬০	৭২
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৮	২০
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	১৭
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪৩	৪৪
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২০	২৪
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৭
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৫
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১৬
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৪	৫
	সর্বমোটঃ	৬৫৫	৭৪১

নিরোধ শিক্ষামূলক ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সেপ্টেম্বর/০৮ মাসে এ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক্র/নং	কর্মসূচীর নাম	সংখ্যা ২০০৮ সাল	
		সেপ্টেম্বর	জানুঃ-সেপ্টেম্বর
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	৫ টি	১৩৩ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সভা	১ টি	১০ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৫৬৮ টি	৪৭৯৭ টি
৪।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	১১ টি	১৭৩ টি
৫।	শ্রেণী বক্তৃতা-	-	৯৮ টি
৬।	পোস্টার বিতরণ-	২০ টি	২৩৪০ টি
৭।	লিফলেট বিতরণ-	৩০ টি	৯৪৩৬০ টি
৮।	স্টিকার বিতরণ-	২৫ টি	২০৮৭৫ টি
৯।	সুভ্যেনির বিতরণ-	-	৯৩৪ টি
১০।	বুলেটিন বিতরণ -	৪০০ টি	৩১০০ টি
১১।	সেমিনার/ওয়ার্কশপ-	-	১ টি
১২।	মাদকবিরোধী ফিল্ম প্রদর্শন-	-	৭ টি
১৩।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-	২ টি	২২ টি
১৪।	অন্যান্য কর্মসূচী-	২ টি	৩০ টি

প্রিকারসর কেমিক্যালস্ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

অবৈধ মাদক উৎপাদনে প্রিকারসর কেমিক্যালস্ এব ব্যবহার সর্বজন বিদিত। জাতিসংঘ তাই পৃথিবীব্যাপি প্রিকারসর কেমিক্যালস্ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৮৮ সালের কনভেনশন কার্যকর করেছে। বাংলাদেশ এ কনভেনশনের স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে দেশে প্রিকারসর কেমিক্যালস্ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানী ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৮ হতে সেপ্টেম্বর/০৮ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	সেপ্টেম্বর/০৮ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৯,৯৫৯.৯৮ মেঃ টন	৪২৮.৫২৬ মেঃ টন	২৩২.৭০ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	১০৮ মেঃ টন	-
এসিটোন	৪,৫৬৮.৪১ মেঃ টন	২৫২.৩২ মেঃ টন	১২.৮০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,৩২১.২০ মেঃ টন	১৫৭.৭৮৮ মেঃ টন	৩৮.৩২৮ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৭৫ মেঃ টন	-	-

এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নং-৮৩১২২৪৯।

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাথে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	সেপ্টেম্বর/০৭	সেপ্টেম্বর/০৮
১।	ঢাকা অঞ্চল	৫২,২৯,৮৬৩.০০	৩৮,৮১,৯২০.০০
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫০,৬১,৩৬২.০০	৬০,৭৮,৬৭৭.০০
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৫৪,৭০,৮২২.০০	১,৭৪,৭৭,৬৬৩.০২
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৪০,৯৭,৮৭৬.০০	৬১,৯৮,১৯০.০০
	মোট	২,৯৮,৫৯,৯২৩.০০	৩,৩৬,৩৬,৪৫০.০২

মাদক অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক সেপ্টেম্বর/০৮ মাসে মাদক অপরাধ দমন সংক্রান্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	সেপ্টেম্বর/০৮ পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৭	২২	৩৯০৩
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৭	৭	৩০৪৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩	৪	১৭৫৫
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৭	৮	৫৬৭
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৩	৩	৫০৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪১৯
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	১	১	২৩৭৮
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	২	২	৬৩৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৬৮৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৫৪১
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১	১	৫১৩
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৯৪
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৯
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৭৫
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২	৪৮৬
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	১	১	২৩৬৬
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	১২	১৫	৯৯১
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	২	২	১১৩৩
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	৪২৯
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১২৭
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৭৮
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	১০৭
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	১	১	৩৩৩৮
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৩	৩	১২৪০
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১	১	১২০১
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৫	৫	২০৬৫
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২	২	১৫৪৩
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	৩১৫
	সর্বমোটঃ	৭৬	৮৬	৩১৮৫৪

মাদক নিয়ে যুব সমাজের ভাবনা.....

মাদকমুক্ত জাতি গঠনে পরিবারের ভূমিকা

(গত সংখ্যার পর)

পরিবারের গুরুজনেরা নেশামুক্ত থাকতে হবেঃ ছোটরা অনুকরণ প্রিয়। তারা যা দেখে তাই করতে পছন্দ করে। একটি পরিবারের গুরুজন যেমন- পিতা-মাতা যদি নেশাগ্রস্ত হয় অথবা ধূমপায়ীও হয় তবে সে পরিবারের সন্তান-সন্ততির নেশাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গুরুজনের ধূমপান দেখে ছেলে-মেয়ে ধূমপায়ী হতে পারে আর একজন ধূমপায়ী ব্যক্তি মাদকাসক্তে পরিণত হওয়া কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সবসময় সন্তানের গতিবিধি পরখ করাঃ সন্তানরা কেমন বন্ধুর সাথে চলাফেরা করে তা লক্ষ্য করতে হবে। তাদের আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা আছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে।

অতিরিক্ত অর্থ ছেলে-মেয়েদের না দেয়াঃ "অর্থই অনর্থের মূল" এ প্রবাদটি সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সত্য। অনেক অভিভাবককে ছেলে-মেয়েকে পড়ালেখায় বাইরে পাঠিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা দেন। হাতে প্রচুর টাকা পেলে ছেলে-মেয়ে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তাই অভিভাবকের উচিত ছেলে-মেয়েকে পরিমিত পরিমাণে অর্থের যোগান দেয়া।

বিনোদনের ব্যবস্থা করাঃ একঘেয়ে জীবন কারইবা ভাল লাগে ? তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানের বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেয়া। তাদের খেলাধুলার সুযোগ দেয়া, টেলিভিশন দেখতে দেয়া, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বই পড়তে দেয়া, পরিবারের সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলে-মেয়ের মানসিক প্রফুল্লতা আনা যায়। এতে তারা মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়াঃ আধুনিক সমাজের বেশিরভাগ পরিবারেই পিতামাতা উভয়ই কর্মজীবী। তারা তাদের কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকেন। তারা সন্তানকে টাকা পয়সা সবকিছু দেন ঠিকই কিন্তু তাদের সঙ্গ দিতে পারেনা। এতে সন্তান সন্ততি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের শারিরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তখন তারা খুবই অসহায় থাকে। এসময় মা-বাবাকে তাদের পাশে বন্ধুরূপে দাঁড়ানো উচিত। বিশেষ করে এ সময়ে তারা প্রেমে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়। আর এই ব্যর্থতার সাথে সাথেই তারা শান্তির মাধ্যম হিসেবে মাদককে খোঁজে নিতে চায়। তাই এসব সময়ে তাদেরকে প্রচুর সময় দেয়া প্রয়োজন। আবার নিম্নবিত্ত পরিবারে পারিবারিক বন্ধন খুব শিথিল থাকে। ছেলে-মেয়ে বাল্যকাল থেকেই উপার্জনে নামতে হয়। তারা পরিবারের সবাই একসাথে সময় কাটায় না বললেই চলে। তারা সবসময়ই বিষন্ন থাকে। তারা মানসিক প্রশান্তির আশায় বিভিন্ন সহজলভ্য মাদকের (যেমন-ভেন্টি) প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাই সন্তানদের মাদকমুক্ত রাখতে উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্ত উভয় ধরণের পরিবারে পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সময় কাটানো।→ (চলবে)।

-রচনায়ঃ এ, কে, এম, সোহেল রানা, পিতা মরহুম মোঃ আব্দুল মতলিব, ১৮, বসুন্ধরা, কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৮ উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় "ক" গ্রুপে ১ম স্থান অধিকারী)।

নারায়ণগঞ্জ হতে চোলাইমদ ও জাওয়া উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি রেইডিং টিম গত ১৮ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানাধীন ভোলানাথপুর গ্রামে এক মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩ টি চোলাই মদের কারখানা ধ্বংস করেন এবং মদ তৈরির উপকরণ জাওয়া ৬৮০০ লিটার এবং ১০২ লিটার চোলাই মদসহ মোঃ আজিজ মিয়া নামে একজনকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে (১) মোঃ আজিজ মিয়া, (২) মোঃ ছানু মিয়া, (৩) আসমা বেগম, (৪) মোঃ মিরু মিয়া, (৫) মোঃ বাছির মিয়া এবং (৬) মোঃ বাক্কা মিয়ার বিরুদ্ধে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছেন। মামলাটির তদন্ত চলছে।

অধিদপ্তরের রুজুকৃত মামলার আলামত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশব্যাপী ২৫ টি উপ-অঞ্চল, ৪ টি গোয়েন্দা অঞ্চল এবং ১০৮ সার্কেল অফিসের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালন করে থাকে। এসমস্ত অফিসসমূহের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর/০৮ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৬৯	৯১	৬.১০৮ কেজি
গাঁজা	২৪৩	২৭১	২৬৮.১৬২ কেজি
গাঁজা গাছ	২	১	১৬ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৪৭	১৪৫	১৭৪৩.৫ লিটার
বিদেশী মদ	৬	৪	৭৮ বোতল
বিয়ার	৫	২	৯৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৬	৭	৩৬ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩	৪	৪৯ লিটার
ফেন্সিডিল	১১৭	১৫৯	৬৫১০ বোতল
ফেন্সিডিল	১	২	১৯.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৮	৫	৮৮০ লিটার
পঁচুই	১	১	১৪ লিটার
পেথিডিন	২	৩	১৯৫ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	৮	১০	২৭৯ এ্যাম্পুল
ডায়াজিপাম	২	২	৪৪৪ টি
জাওয়া	২	২	১৪৬৩৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	২৮	২৬	২০০ এ্যাম্পুল
ইয়াবা টেবলেট	৩	৪	৫১৮ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	২	২	৪৪ বোতল
নগদ অর্থ			৪৮৫৭০ টাকা
প্রাইভেট কার			৫ টি
সি. এন. জি			১ টি
মোবাইল সেট			৭ টি
বাস			১ টি
কভার্ড ভ্যান			১ টি
মোট	৬৫৫	৭৪১	

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।